সংবাদ

03 JUN 2007

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দের আশ্বাস

ফ্ল্যাক্সিলোডে টাকা আদায় তিন প্রতারক গ্রেফতার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) সদস্যরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রমোট ২য় প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের আশ্বাসে শিক্ষকদের কাছ থেকে ফ্ল্যাক্সিলোডের মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেয়া প্রতারক চক্রের ৩ সদস্য এবং অবৈধ অস্ত্র ও গুলিসহ ২ সন্ত্রাসীকে আটক করেছে। গত শুক্রবার মাগুরা- যশোর এবং রাজধানীর ডেমরা এলাকায় র‍্যাব-৩ সদস্যরা পৃথক অভিযান চালিয়ে এদের আটক করে। আটককৃতরা হলো- প্রতারক চক্রের সদস্য সেলিম পারভেজ (৩৬), নির্মল সিকদার (৩৩), তরিকুল ইসলাম ওরফে তুহিন (২৫) এবং সন্ত্রাসী ওহাব ওরফে ফারুক (৩০), রফিকুল ইসলাম (২০)। এ সময় আটককৃতদের কাছ থেকে ৩টি মোবাইল ফোন, ২টি রিভলভার এবং ৯ রাউন্ড রিভলভারের গুলি উদ্ধার করা হয়।

র‍্যাব সূত্র জানায়, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মাগুরা জেলার শালিখা থানার আড়পাড়া বাজার এবং যশোরের বিভিন্ন

প্রতারক : পৃঃ ১১ কঃ ৬

প্রতারক : গ্রেফতার

(১২ পৃষ্ঠার পর)

এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রতারক চক্রের এ ৩ সদস্যকে আটক করা হয়। আটককৃত প্রতারক চক্র দেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিদ্যালয়ের উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ দেয়ার নাম করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে ফ্ল্যাক্সিলোডের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নিত। আর এ প্রতারণার কাজে 'প্রমোট ২য় প্রকল্প' নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভুয়া প্যাড ব্যবহার করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে ডাকযোগে চিঠি প্রেরণ করত। এ সময় তারা বিভিন্ন মোবাইল ফোনে স্কুল শিক্ষকদের যোগাযোগ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা ফ্ল্যাক্সিলোডের মাধ্যমে পাঠানোর কথা বলত। চিঠিতে প্রতারক চক্রের অন্যতম সদস্য সেলিম পারভেজ নিজেকে প্রকল্প পরিচালক বলে উল্লেখ করত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্যাডে পাওয়া চিঠি দেখে স্কুল শিক্ষকরা সহজেই এ প্রতারণার শিকার হতেন। পরে এ বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বিষয়টি র‍্যাব-৩-এর সদস্যদের জানান। পরে র‍্যাব সদস্যরা অভিযান চালিয়ে প্রতারক চক্রের ৩ সদস্যকে আটক করে। র‍্যাব সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে এ প্রতারক চক্র তাদের কাজ চালিয়ে গেলেও সঠিক প্রমাণের অভাবে তাদের আটক করা সম্ভব হয়নি। এ চক্রটি বিভিন্ন সময় ভুয়া মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে তাদের প্রতারণার কাজ চালিয়ে যাওয়ায় তাদের ধরতে সময় লেগেছে বলেও জানান র‍্যাব সদস্যরা।

প্রতারক চক্রের অন্যতম সদস্য সেলিম পারভেজ জানায়, সে দীর্ঘদিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'প্রমোট গ্রামীণ বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ প্রকল্পে' অফিস সহকারী পদে চাকরি করত। এ প্রকল্পটি ২০০৫ সালে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রকল্পচলাকালেই ২০০২ সালে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে প্রকল্প থেকে তার চাকরি চলে গেলে নিজের বুদ্ধিতেই সে এ কাজ শুরু করে। এতে যেসব শিক্ষক প্রকল্প বাতিল হওয়ার কথা জানতেন না তারা সহজেই চিঠির যাবতীয় তথ্য বিশ্বাস করে ফ্ল্যাক্সিলোডের মাধ্যমে দাবিকৃত টাকা পাঠাতেন। আর যারা প্রকল্প বাতিলের কথা জানতেন তারা কেউ চিঠিতে উল্লেখ করা ঠিকানায় যোগাযোগ করতেন না। সে তার এ কাজে সহায়তার জন্যই মাগুরা জেলার শালিখা থানার আড়পাড়া বাজারের পারভেজ এন্টারপ্রাইজ নামক একটি ফ্ল্যাক্সিলোডের দোকানের কর্মচারী তরিকুল ইসলাম ওরফে তুহিনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

এদিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব-৩ সদস্যরা রাজধানীর ডেমরা থানার ডগাইর নতুনপাড়া এলাকা থেকে অবৈধভাবে অস্ত্র বেচাকেনার সময় ২ সন্ত্রাসীকে আটক করে। আটককৃতরা হলো- ওহাব ওরফে ফারুক এবং রফিকুল ইসলাম। এ সময় তাদের কাছ থেকে ২টি রিভলভার ও ৯ রাউন্ড রিভলভারের গুলি উদ্ধার করে।